তারিখ ... 24 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ১৬

কালের কণ্ঠ

তুরস্কে আরো সহস্রাধিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ

আটকাদেশের মেয়াদও বাড়ালেন এরদোয়ান

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান আরো সহস্রাধিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আটকাদেশের মেয়াদও বাড়িয়েছেন। এর মধ্যে বিনা অভিযোগে আটক লোকজনও রয়েছে। অতীতে চার দিন পর্যন্ত এভাবে আটক রাখা যেত। এবার এরদোয়ান এই আটকাদেশের মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। জরুরি অবস্থা জারির পর এটিই ছিল এরদোয়ানের প্রথম নির্দেশ।

একটি সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর গত বুধবার জরুরি অবস্থা জারি করেন এরদোয়ান। ওই অভ্যুত্থানে সরকারি হিসাবে ২৪৬ জন নিহত হয়। জরুরি অবস্থার কারণে পার্লামেন্টের অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এরদোয়ান এবং তাঁর মন্ত্রিসভা। এরদোয়ান সরকারের দাবি, এই অভ্যুত্থানের পিছে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলের হাত আছে। এই নেতা পরিচালিত সংগঠনের স্কুলগুলোই বন্ধ করে

দিচ্ছেন তিনি। সরকারি সংবাদ সংস্থা আনাদোলু গতকাল শনিবার জানায়, আরো এক হাজার ৪৩টি বেসরকারি স্কুল, এক হাজার ২২৯টি দাতব্য সংস্থা ও ফাউন্ডেশন, ১৯টি ট্রেড ইউনিয়ন, ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩৫টি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এরদোয়ানের ধারণা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে গুলেনের সংযোগ রয়েছে।

এই নির্দেশগুলো বাস্তবায়নে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাগবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করাই যথেষ্ট, যা এরদোয়ানের দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একে) রয়েছে।

অভ্যুত্থানচেষ্টার পরে তুরস্কে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেপ্তার বা বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের বেশির ভাগই শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে এক হাজার ২০০ সেনাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আংকারার চিফ প্রসিকিউটর হারুন কোদালাক।

এদিকে ফ্রান্সের একটি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এরদোয়ান বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্ক বিষয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। বহুদিন থেকেই ইইউতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে তুরস্ক। সে প্রসঙ্গ তুলে এরদোয়ান বলেন, 'গত ৫৩ বছর ধরে ইউরোপ আমাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। সদস্য দেশগুলোর চেয়ে আমাদের পরিস্থিতি ভালো। আর কাউকে আমাদের মতো ভুগতে হয়নি।' সূত্র : বিবিসি, এএফপি।